নাম বিভ্রাট!

কর্ণফুলী রিপোর্ট

গত ১লা জুলাই ২০০৬ এর আপডেটে বাংলাদেশ কালচারাল স্কুল, রকডেল (বৃহত্তর সিডনীর একটি আবাসিক এলাকা) এর কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি কর্ণফুলীতে ছাপানো হয়েছিল। এর প্রায় দেড় হপ্তা পর 'ডালিয়া নিলুফার' (Dalea Niloofar) নামে সিডনীবাসী একজন বাংলাদেশী পাঠিকা ক্ষুদ্ধ হয়ে কিছু ব্যক্তিগত বিষয় উল্লেখ করে আচানক একটি অভিনব প্রতিবাদলিপি কর্ণফুলীর দপ্তরে পাঠিয়ে দেন। 'সারনেম' অর্থাৎ 'নাম-লেজ' বিহীন নাম বিভ্রাট ও পরিচিতি সমস্যা নিয়ে উক্ত মহিলা তার বন্ধু মহলে এখন মহা সমস্যায় পড়েছেন বলে তিনি তার চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, দীর্ঘ একদশক ধরে বৃহত্তর সিডনীতে স্বামী সংসার নিয়ে তিনি সুখেই আছেন। দু-সন্তান ও স্বামী সহ তারা বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার নাগরিক। তিনি কখনো কোন পত্রিকায় লেখালেখি করেননি বা কোন বাঙলা রেডিওতে কখনো অংশগ্রহন করেননি। শ্রীমতি ডালিয়া নিলুফার তার পত্রে আরো জানিয়েছেন যে তিনি দেশে স্বামী সন্তান সবকিছু পরিত্যাক্ত করে তার বসের হাত ধরে সিডনী এসে তৃতীয় কোন পুরুষের ঘাড়ে চাপেননি অথবা অষ্ট্রেলিয়াতে আশ্রয় প্রার্থনা করেননি। তিনি নিজের রিফিউজি ভিসা আবেদনের পক্ষে সুবিধালাভের আশায় কখনো কোন বাংলা স্কুলের প্রিন্সিপাল হওয়ার দায়িত্ব নেননি বলে জানালেন। এতদ সত্বেও কর্ণফুলী সহ আরো কয়েকটি বাংলা অনলাইন পত্রিকায় উক্ত স্কুলের প্রেসনোটটি প্রকাশনা পর তিনি বিভিন্ন মহল থেকে শুভেচ্ছা সহ প্রতিনিয়ত নানারকম উদ্ভট প্রশ্নের ফোন পাচ্ছেন। তিনি মনে করেন তার নামের সাথে মিল আছে এরকম কোন মহিলার সাথে সকলে তাকে গুলিয়ে ফেলছেন। "আমার 'সারনেম' নিলুফার কিন্তু অন্য মহিলারও যদি একই হয়ে থাকে তাহলে কিছু করার নেই। তবে ভিন্ন 'সারনেম' হলে স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ যেকোন সংগঠন ভবিষ্যতে যেন প্রকৃত ব্যক্তিত্বের নামটি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন", শ্রীমতি নিলুফার জানালেন।

উক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নাম সংশোধন করার জন্যে তিনি তার প্রতিবাদলিপিতে আমাদেরকে একই সাথে অনুরোধ করেছেন। কোন সংগঠন থেকে প্রাপ্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে হাত চালানো ক্ষমতা যে আমাদের নেই সেটা তিনি হয়তবা জানেন না। নামবিভ্রাটের কারনে ডালিয়া নিলুফার এখন সিডনীস্থ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলে যে বিব্রতকর অবস্থায় আছেন সেটা আমরা আন্তরিকভাবে অনুধাবন করছি। কিন্তু এ ব্যাপারে সহানুভুতি ব্যতিত আমাদের করনীয় কিছু

নেই। তবে অনুরোধ থাকবে যেকোন বাংলাদেশী সংগঠন তাদের নিবেদিত কর্মী ও সদস্যদের নাম হাফ-টিকেটের মত অর্ধেক অথবা পলাতকার মত ছদ্মনাম ব্যবহার না করে যেন আসল ও সম্পূর্ণ নাম ব্যবহার করেন। প্রয়োজনে গুরুতপূর্ণ পদে বহাল যেকোন ব্যক্তি বা মহিলার সুনির্দিষ্ঠ পরিচিতির জন্যে নামের সাথে তার একটি রঙিন গলা-কাটা ফটো (পাসপোর্ট সাইজ) ছাপিয়ে দিতে পারেন। তাহলে অন্তত একজনের সাথে আরেকজনকে পরিচিত মহল বা নিরীহ পাঠকরা সহজে গুলিয়ে ফেলবেন না। যেমনটি করছেন পোল্যান্ডের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রি। তারা দুজনেই 'সুসদৃশ যমজ' বলে জনগনের কাছে পরিচিতির ধাঁধাঁ কাটতে সর্বদা একজন হালকা ধুসর এবং অন্যজন ঘন কালো স্যুট পরে থাকেন। পত্রিকা বা টিভিতে পোশাকের রঙ দেখেই জনগন তাদের প্রধানমন্ত্রি ও প্রেসিডেন্টকে চিনে নেন। নামের বানান দিয়েও অনেক সময় এক ব্যক্তিকে অন্যজন থেকে আলাদাভাবে চিনে নেয়া যায়, যেমন রাজ্জাক ও রায্যাক অথবা সাবিয়া ও সাবিহা। দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি যে, নামের ক্ষেত্রে সংকট থাকলে এ বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসেও আমাদেরকে বাংলাদেশী স্টাইলে কাউকে 'ঘোড়া মজিদ, গরু মজিদ, ভোঁতা রেজা, গিট্টু রেজা, গীরা-কাটা কামাল, গাল-কাটা কামাল, ববকাট ডালিয়া, কেশবতী ডালিয়া অথবা সিডনী আসলাম ও সুইডেন আসলাম হিসেবে চিহ্নীত করতে হবে। নামবিভ্রাটের এ সংকট থেকে মুক্তি পেতে প্রত্যেকে তাদের ভুমিষ্ঠ-নাম অর্থাৎ জন্ম থেকে যে নামে পরিচিত, ইজ্জত ও তাহাজ্জতের সাথে সেই নাম সম্পুর্নভাবে ব্যবহার করা উচিত বলে একজন প্রবীণ বাংলাদেশী সমাজকর্মী আমাদেরকে জানিয়েছেন।

পোল্যান্ডের যমজ রাষ্ট্রপ্রধান যুগল

প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি যেভাবে এসেছিল তা দেখার জন্যে এখানে টোকা মারুন

পুনশ্চঃ শ্রীমতি ডালিয়া নিলুফারের পাঠানো হাতে লেখা প্রতিবাদ লিপিটি ব্যক্তি চরিত্র বিশ্লেষন ও অশ্লীলতায় ভরপুর ছিল বলে আমরা তা ছাপাতে পারলামনা। উক্ত প্রতিবাদ লিপি থেকে শুধুমাত্র শ্লীল ও সহনীয় অংশটুকু আমরা তুলে ধরলাম।

বিনীত
কর্ণফুলী কর্তৃপক্ষ